

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

رَمَضَانَ مُبَارَكًا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Sisters'Forum In Islam



Sisters'Forum In Islam

রমাদানঃ ১৪৪৭ হিজরী,  
২০২৬

প্রস্তুতি ও করনীয়

সময়ের গুরুত্বের বিচারে মানুষ ভাগ করলে আমাদের আশেপাশে তিন ধরনের মানুষ দেখতে পাবো-

কেউ ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা করে, কেউ বর্তমানকে উপভোগ করে আর কেউ আবার নিজের অতীত নিয়েই পড়ে থাকতে পছন্দ করে।

যারা সাধারণত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে, তারা কোনো কাজে সফলতার জন্য লম্বা একটি পরিকল্পনা হাতে নেয়। তারা আগে থেকেই ঠিক করে ফেলে কোন কাজের পর কোন কাজ করতে হবে। কোনো কাজ ঠিকমতো শেষ করার ক্ষেত্রেও তারা অধিক সফলতা দেখিয়ে থাকে।

শুধু বর্তমানের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভাবা অনেকটা বাজি ধরার মতো। এতে জীবনে সফলতা আসতেও পারে আবার বড় রকমের ব্যর্থতাও হানা দিতে পারে। তারা জানেই না তাদের সিদ্ধান্তের ফলে ভবিষ্যতে তাদের জন্য কী অপেক্ষা করছে।

অনেকে আবার কেবল অতীত নিয়ে পড়ে থাকে। অতীতের ভুল থেকে যদি কোনো শিক্ষা নেয়া যায়, তাহলে তা ভালো। কিন্তু আপনি যদি অতীতের ব্যর্থতার জন্য নিজের ভবিষ্যতকেও নষ্ট করে ফেলেন, তাহলে তা কোনো অর্থেই ভালো নয়।

মহান আল্লাহ আমাদের জন্য ইরশাদ করেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ لَنْتَظِرَ نَفْسًا مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَ اتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ١٨ ٥٩:١٨

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর; এবং প্রত্যেকের উচিত চিন্তা করে দেখা আগামী কালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর; তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। সূরা হাশরঃ ১৮

ثُمَّ لَأْتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَ عَنْ شَمَائِلِهِمْ ۗ وَ لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ۝ ١٩ : ٩

তারপর অবশ্যই আমি তাদের কাছে আসব তাদের সামনে থেকে ও তাদের পিছন থেকে, তাদের ডানদিক থেকে ও তাদের বাম দিক থেকে এবং আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না। সূরা আরাফঃ ১৭

“বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য হলো তার সময়কে ভাগ করে নেয়া। কিছু সময় ব্যয় করবে তার আল্লাহর কাছে একান্ত প্রার্থনায়, কিছু সময় আল্লাহর সৃষ্টি কৌশল বিষয়ে চিন্তা করা, কিছু সময় রাখবে আত্মসমীক্ষার জন্য, আর কিছু সময় ব্যয় করবে জীবিকার প্রয়োজনে।—(ইবনে হিব্বন)”

“যে ব্যক্তি ভালো কাজের পরিকল্পনা করল, কিন্তু বাস্তবে সে কাজ করতে পারল না, সে ব্যক্তির জন্য সাওয়াব লেখা হবে।” মুসলিম, হাদিস নং- ৩৫৪

সুতরাং শুধু ভালোকাজের পরিকল্পনা করার দ্বারাই কাজটি ভালোকাজ হিসেবে গণ্য হয়ে যায়, প্রতিদান সাব্যস্ত হয়, সাওয়াব অর্জন হয়; আর এটা শুধু ভালো নিয়তের ফযীলতের কারণেই সম্ভব হয়। অপর এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

“এ উম্মতের দৃষ্টান্ত চার ব্যক্তির দৃষ্টান্তের মত:

১. এক ব্যক্তি হলো আল্লাহ তাকে সম্পদ ও ‘ইলম (জ্ঞান) দান করেছেন, অতঃপর সে তার জ্ঞান দ্বারা আমল করে তার সম্পদকে হক পথে খরচ করে;
২. আরেক ব্যক্তি হলো আল্লাহ তাকে ‘ইলম দান করেছেন, কিন্তু তাকে সম্পদ দেননি, অতঃপর সে বলে: আমার যদি এ ব্যক্তির মত সম্পদ থাকত, তাহলে আমি সে ক্ষেত্রে সে ব্যক্তির মতই কাজ করতাম; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: সাওয়াবের ক্ষেত্রে তারা উভয়ে সমান।
৩. অপর আরেক ব্যক্তি হলো আল্লাহ তাকে সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু তাকে ‘ইলম দেননি, অতঃপর সে তার সম্পদের ক্ষেত্রে এলোমেলোভাবে কাজ করে তা অন্যায় পথে খরচ করে;
৪. অপর আরেক ব্যক্তি হলো আল্লাহ তাকে সম্পদ ও ‘ইলম কোনটিই দান করেননি, অতঃপর সে বলে: আমার যদি এ ব্যক্তির মত সম্পদ থাকত, তাহলে আমি সে ক্ষেত্রে সে ব্যক্তির মতই কাজ করতাম; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: গুনাহের ক্ষেত্রে তারা উভয়ে সমান। ইবনু মাজাহ ৪২২৮; তিনি হাদিসটি উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন।

সুতরাং ভালো নিয়তকারী ব্যক্তিকে ভালোকাজের সাওয়াব দেওয়া হয়; আর মন্দ নিয়তকারী ব্যক্তিকে মন্দকাজের মন্দ প্রতিদান দেওয়া হয়; আর এর একমাত্র কারণ হল নিয়ত।

### সফলতার জন্য ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্য যা প্রয়োজন

লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে ফেলুন

বড় লক্ষ্য পূরণের জন্য ছোট ছোট কয়েকটি লক্ষ্য ঠিক করুন

কাজে সহযোগীর জন্য বিশ্বস্ত কোনো সাথীর সাথে কথা বলুন

কাজের অগ্রগতি হিসাব করুন

এমন কিছু করুন যাতে সবসময় আপনার লক্ষ্যের কথা মনে থাকে

পরিকল্পিতভাবে কাজ করলে তার একটি সুন্দর ফলাফল লাভ করা যায়,  
কাজটি সহজ, সুন্দর ও সুচারুরূপে কাজ সম্পাদন করা যায়  
এবং সর্বোচ্চ ফায়েদা অর্জন করা যায়।

মানুষের আমলনামা মহান আল্লাহর দরবারে চারটি ধাপে উপস্থাপন করা হয়। দৈনিক, সাপ্তাহিক, বাৎসরিক ও এককালীন তথা গোটা জীবনের আমল একসঙ্গে আল্লাহর দরবারে উপস্থাপন করা হয়।

### প্রতিদিনের আমলনামা পেশঃ (দৈনিক আমল)

সহীহ হাদীসে আছে, আল্লাহর দরবারে প্রতিদিন বান্দাদের আমলনামা পেশ করা হয়। দিনের আমলনামা রাতে আর রাতের আমলনামা দিনে পেশ করা হয়। (সহীহ মুসলিম ১৭৯) এটি হল প্রতিদিনের আমলনামা।

দিনের আগেই রাতের সব আমল তাঁর কাছে উখিত করা হয় এবং রাতের আগেই দিনের সব আমল তাঁর কাছে উখিত করা হয়। এবং তার পর্দা হলো নূর (বা জ্যোতি)। (মুসলিম : ২৯৩) হাদিসবিশারদদের মতে, এই দুটি সময় হলো—ফজর ও আসরের সময়।

### প্রতি সপ্তাহে দুই দিন আমলনামা পেশঃ (সাপ্তাহিক আমল)

আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা মতে, রাসূল (সা.) বলেন, ‘প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার (আল্লাহ তায়ালার কাছে) আমল পেশ করা হয়। তখন আল্লাহ তায়ালার তার মুমিন বান্দাদের ক্ষমা করে দেন। কিন্তু যে দুই ব্যক্তির পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ আছে, তাদের ক্ষমা করা হয় না।’ (মুসলিম: ২৫৬৫, রাসূল (সা.) বলেন, ‘আল্লাহ তায়ালার সোমবার ও বৃহস্পতিবার প্রত্যেক মুসলমানের গোনাহ ক্ষমা করেন। কিন্তু পরস্পর সম্পর্ক ছিন্নকারীর ব্যাপারে (আল্লাহ বলেন) নিজেদের মধ্যে সমঝোতার আগ পর্যন্ত এদের বাদ দাও।’ (ইবনে মাজাহ, তারগিব)

### প্রতি বছরে একবার আমলনামা পেশঃ (বাৎসরিক আমল)

শাবান হল রজব ও রমযানের মধ্যবর্তী মাস। এ মাস সম্পর্কে (অর্থাৎ এর শুরুতে ও তাৎপর্য সম্পর্কে) মানুষ গাফেল থাকে। শাবান হল এমন মাস, যে মাসে রক্বুল আলামীনের কাছে (বান্দার) আমল পেশ করা হয়। আমি চাই, রোযাদার অবস্থায় আমার আমল (আল্লাহর দরবারে) পেশ হোক। —মুসনাদে আহমাদ ২১৭৫৩; সুনানে নাসায়ীঃ ২৩৫৭; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাঃ ৯৮৫৮

### গোটা জীবনের আমলনামাঃ

সর্বশেষ কিয়ামতের দিন বান্দার সারা জীবনের আমল মহান আল্লাহর দরবারে পেশ করা হবে। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘আর মানুষের আমলনামা উপস্থিত করা হবে। তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে, তার কারণে তুমি অপরাধীদের ভীতসন্ত্রস্ত দেখবে। তারা বলবে, হায় আফসোস, এ কেমন আমলনামা! এটা তো ছোট-বড় কোনো কিছুই বাদ দেয়নি, সবই এর মধ্যে আছে। তারা তাদের কৃতকর্ম সামনে উপস্থিত পাবে। আপনার রব কারো ওপর জুলুম করেন না।’ (সূরা : কাহফ : ৪৯)

হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে দেয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হতে পারো।

এগুলো গোনা কয়েক দিন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে। আর যাদের জন্য সিয়াম কষ্টসাধ্য তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদইয়া-একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করা। যদি কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংকাজ করে তবে তা তার জন্য কল্যাণকর। আর সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণের যদি তোমরা জানতে।

রমাদান মাস, এতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের হেলায়াতের জন্য এবং হিদায়াতের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে। তবে তোমাদের কেউ অসুস্থ থাকলে বা সফরে থাকলে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান এবং তোমাদের জন্য কষ্ট চান না। আর যাতে তোমরা সংখ্যা পূর্ণ কর এবং তিনি তোমাদেরকে যে হিদায়াত দিয়েছেন সে জন্য তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

আর আমার বাসনাগণ যখন আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, (তখন বলে দিন যে) নিশ্চয় আমি অতি নিকটে। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই। কাজেই তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক, যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٢:١٨٧

أَيُّمَا مَعْدُودَةٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامَ مِسْكِينٍ ۚ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۗ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ٢:١٨٨

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَ مَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٢:١٨٥

وَ إِذَا سَأَلْت عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۚ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۗ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَ لِيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ٢:١٨٦



তাকওয়ার মূল ধাতুর অর্থ বাঁচা, মুক্তি বা নিষ্কৃতি।

তাকওয়ার আভিধানিক অর্থ হল ভয় করা, পরহেযগারী, বিরত থাকা।

মূলত তাকওয়া শুধু আল্লাহ্‌ভীতি নয় বরং আল্লাহ সম্পর্কে সেই রকম সচেতনতা (যা তাঁর আসমা ওয়াস সিফাতকে জানা বুঝা ও নিজ জীবনে প্রতিফলন করা) রাখা, যার ফলে গুনাহ থেকে সরে থাকা ও কল্যান কাজে লিপ্ত থাকা যায়, মহান আল্লাহ যা আদেশ করেছেন এবং যে পদ্ধতিতে করতে বলেছেন তার অনুসরণ (রাসূল সা এর আদর্শ) করা।

শরিয়তের পরিভাষায়, আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে আল্লাহ তা'লার সকল আদেশ মানা এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে থাকার নাম তাকওয়া।

ইসলাম বা আল-কুর'আনের আলোকে যেটা প্রকৃত মুক্তি, নিষ্কৃতি বা পরিত্রাণ নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য সেই মুক্তি/নিষ্কৃতিই তাকওয়ার আওতায় পড়বে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتِطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَنْ يُوقْ شَحْ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾  
কাজেই তোমাদের মধ্যে যতটা সম্ভব হয় আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। আর শুন ও অনুসরণ কর এবং নিজের ধন-মাল ব্যয় কর, এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। যে লোক স্বীয় মনের সংকীর্ণতা ও কূপনতা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারবে তারাই সফলকাম হবে। সূরা আত তাগাবুন: ১৬

**Sisters'Forum In Islam**



আর তাই মহান আল্লাহ ঈমানদের সম্বোধন করে আহ্বান করেছেন:

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় করো। মুসলিম থাকা অবস্থায় ছাড়া যেন তোমাদের মৃত্যু না হয়। সূরা আলে ইমরান: ১০২

তাকওয়া মানুষের মধ্যে ন্যায়-অন্যায় ও সত্য-মিথ্যা পার্থক্য করার শক্তি জাগ্রত করে। আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ  
হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে তিনি তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্যকারী শক্তি দেবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ অতিশয় অনুগ্রহশীল।  
সূরা আনফালঃ ২৯

অর্থাৎ তাকওয়ার ফলে মানুষের বিবেক বুদ্ধি প্রখর হয় এবং সুষ্ঠু বিচার-বিবেচনা শক্তি জাগ্রত হয়। তাই সে সত্য-মিথ্যা ন্যায়-অন্যায় ও ভাল-মন্দ চিনতে এবং তা অনুধাবন করতে ভুল করে না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

হে মুমিনগণ! আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তার রাসূলের উপর ঈমান আন। তিনি তার অনুগ্রহে তোমাদেরকে দেবেন দ্বিগুণ পুরস্কার এবং তিনি তোমাদেরকে দেবেন নূর, যার সাহায্যে তোমরা চলবে। এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। সূরা হাদীদঃ ২৮



তাকওয়ার সুফল

Sisters'Forum In Islam

মানুষের মাঝে ৩টি জিনিসের দাবী থাকে ---

১। ক্ষুণ্ণিত্বের দাবী (জীবন রক্ষার জন্য)

২। যৌন আবেগের দাবী

৩। শান্তি ও বিশ্রাম গ্রহণের দাবী

ইসলাম হলো মুসলমানের ৫ স্তম্ভ বিশিষ্ট ঘর। রোযা বা সাওম হলো ৩য় স্তম্ভ।

সিয়াম বা রোযার আভিধানিক অর্থ – বিরত রাখা, আবদ্ধ রাখা।

পারিভাষিক অর্থ – নিয়তের সাথে সুব্হে সাদেক (ফজরের ওয়াক্তের প্রথম) হতে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সব ধরনের রোযা ভংগকারী যেমন পানাহার, জৈবিক ও শারীরিক কোনো কিছু ভোগ করা থেকে বিরত থাকা।

রামাদান অর্থ পুড়িয়ে ফেলা অর্থাৎ রোযা গুনাহকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেয়।

রোযা মানুষের আত্ম-সংযমের শক্তি সৃষ্টি করে, মানুষের খুদী বা আত্মজ্ঞান যখন দেহ ও অন্যান্য শক্তিসমূহকে পরিপূর্ণভাবে আয়ত্তাধীন করে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নিজের রুহের অধীন করে তখনই আত্মসংযম হয়। রোযার মাস আমাদের ট্রেনিং দেয় কিভাবে এই আত্মসংযম লাভ করা যায়। এই মাসে আমরা প্রত্যেকের অন্তরের অবস্থান যাচাই করতে পারি। কিভাবে! চলুন জানার ও বুঝার চেষ্টা করি।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। রাসূল সা. বলেছেন, রমযান মাস শুরু হলে আসমানের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদের শিকলে বন্দী করা হয়। সহীহ আল বুখারী: ১৭৬৪

এখানে অনেকে বলেন, তাহলে মানুষ রামাদান মাসে খারাপ কাজ করে কেন? এখানেই অন্তর যাচাই করার উত্তর চলে আসে। মানুষ খারাপ কাজ করে কারণ:

- জীন শয়তান ওয়াদা করেছে মানুষকে জাহান্নামে নিবেই আর তাই সে নানা ভাবে প্রলুদ্ধ করে।
- অথবা মানুষের ভেতর নফসে আম্মারা (সব সময় খারাপ দিকে যেতে চায়) ও নফসে লাওয়ামা (দ্বিধাগ্রস্ত অন্তর) খারাপ কাজের দিকে আহ্বান করে
- অথবা মানুষের মধ্যেও প্ররোচনাকারী আছে যারা খারাপ কাজে উদ্বুদ্ধ করে।

আর তাই আল্লাহ তা'লা সূরা নাসের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহর সাহায্য চাওয়ার জন্য।

বলো, আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের প্রতিপালক, মানুষের মালিক, মানুষের প্রকৃত উপাস্যের কাছে। এমন প্ররোচনা দানকারীর অনিষ্ট থেকে যে বারবার ফিরে আসে, যে মানুষের মনে প্ররোচনা দান করে, সে জিনের মধ্য থেকে হোক বা মানুষের মধ্য থেকে। সূরা আন নাস

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

“রমাদান- বরকতময় মাস তোমাদের দুয়ারে উপস্থিত হয়েছে। পুরো মাস রোযা পালন আল্লাহ তোমাদের জন্য ফরয করেছেন। এ মাসে জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়া হয়, বন্ধ করে দেয়া হয় জাহান্নামের দরজাগুলো। দুষ্ট শয়তানদের এ মাসে শৃংখলাবদ্ধ করে দেয়া হয়। এ মাসে আল্লাহ কর্তৃক একটি রাত প্রদত্ত হয়েছে, যা হাজার মাস থেকে উত্তম। যে এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হল, সে বঞ্চিত হল (মহা কল্যাণ হতে)” [সুনান আত-তিরমিযি: ৬৮৩]

\* যে ব্যক্তি কোন ওজর বা রোগ ব্যতিরেকে রামাদান মাসের একটি রোযা ভংগ করে, তার সারা জীবনের রোযা দ্বারাও এর ক্ষতিপূরণ হবে না। আত তিরমিযী: ৬৭১

\* আমাদের শিশুদেরও রোযা রাখাতাম। তাদেরকে আমরা তুলা বা পশমের খেলনা তৈরী করে দিতাম। তারা কেউ খাওয়ার জন্য কাঁদলে আমরা তাদেরকে ঐ খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতাম। আর এইভাবেই ইফতারের সময় হয়ে যেত। সহীহ আল বুখারী: ১৮২১  
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

\* (রোযা থেকেও) কেউ যদি মিথ্যা কথা বলা ও তদনুযায়ী কাজ করা পরিত্যাগ না করে তবে তার শুধু খাদ্য ও পানীয় পরিত্যাগ করায় (রোযা রাখায়) আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। সহীহ বুখারী: ১৭৬৮

● তোমাদের কেউ রোযা রাখলে সে যেন গুনাহ, অজ্ঞতা ও জাহেলিয়াতের কাজ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় কিংবা তার সাথে লড়তে আসে সে যেন বলে দেয়, আমি রোযা রেখেছি, আমি রোযাদার। সহীহ আল বুখারী

রামাদান মাস কেন এতো সম্মানিত

রামাদান বিশেষ মাস বলে সম্মানিত লাভ যে কারণে তা হলো:

- নিষ্ঠাপূর্ণ ঈমান ও পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী হওয়ার উপায়
- পথ নির্দেশিকা আল কুর'আন নাযিল
- তাকওয়া অর্জনের জন্য রোযা ফরয
- আত্মশুদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের মাস
- বিশেষ রজনী কদরের রাত – ভাগ্যরজনী এটাই।
- \* ইতিকাহের মাধ্যমে আরো বেশী রবের সাথে সম্পর্কিত হওয়া
- সারা বিশ্বে একই সময় এই ইবাদাত ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ও ঐক্যের শিক্ষা দেয়

● যেনার কাজের গুনাহ থেকে দূরে রাখে

রাসূল সা. বলেছেন: তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে তার বিয়ে করা উচিত। কেননা বিয়ে চোখকে অবনতকারী ও গুণাগুণের হেফাজতকারী। আর যে বিয়ে করতে সামর্থ্য নয় তার রোযা রাখা অবশ্য কর্তব্য। কেননা রোযা যৌন তাড়নাকে অবদমিত রাখে। সহীহ বুখারী: ১৭৭০

● রাসূল সা. বলেছেন, সিয়াম ঢাল স্বরূপ যার দ্বারা সিয়াম পালনকারী নিজেকে জাহান্নাম হতে বাঁচাতে পারে। মুসনাদে আহমাদ: ১৫২৬৫

রামাদান কুর'আন নাযিলের মাস

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

রমাদান মাস, এতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের হেদায়াতের জন্য এবং হিদায়তের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে

মহান আল্লাহ তা'লা বলেছেন, কোরআন পাওয়ার ফলে আমাদের আনন্দ করা প্রয়োজন।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مُّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ  
﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾

হে মানুষ! তোমাদের কাছে তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে নসীহত (বিশিষ্ট কিতাব) এসেছে, মানুষের অন্তরে যে সব ব্যাধি রয়েছে, (এটা) তার প্রতিকার এবং মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত। হে নবী, বলুন, মানুষের উচিত আল্লাহর এই অনুগ্রহ ও রহমতের কারণে আনন্দ প্রকাশ করা, কারণ এটা সেই সব জিনিষ হতে উত্তম তারা যা কিছু (জ্ঞান ও সম্পদ) জমা করেছে। সূরা ইউনুস: ৫৭-৫৮

আল্লাহ তা'লা বলেছেন:

অতঃপর আমার নিকট থেকে যে জীবন বিধান তোমাদের নিকট পৌঁছাবে যারা আমার সেই বিধান মেনে চলবে তাদের জন্য কোন চিন্তা ও ভাবনার কোন কারণ থাকবে না। সূরা আল বাকারা: ৩৮

(এই) সেই (মহান) গ্রন্থ আল কুর'আন তাতে কোন সন্দেহ নেই, যারা আল্লাহ তা'লাকে ভয় করে, এই কিতাব তাদের জন্যই ভয় প্রদর্শক।  
সূরা আল বাকারা: ২

তোমাদের কাছে আল্লাহর কাছ থেকে রৌশনী এসেছে, এমন একখানি সত্য প্রদর্শনকারী কিতাব যা দিয়ে আল্লাহ তা'লা তাঁর সন্তোষ সন্ধানকারী লোকদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার পথ বলে দেন এবং নিজ অনুমতিক্রমে তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান এবং সঠিক পথে তাদেরকে পরিচালিত করেন। সূরা আল মায়িদা: ১৫-১৬

আমরা এই কুর'আনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ মাধ্যম বানিয়েছি। এ হতে উপদেশ গ্রহণের কেউ আছে কি? সূরা আল ক্বামার: ১৭



কেমন ছিলো রাসূল সা এর রমাদানের আমলঃ

জিবরীল আলাইহিস সালাম প্রতি বছর আমাকে একবার কুরআন পড়ে শুনাতেন। এ বছর তিনি তা আমাকে দু'বার পড়ে শুনিয়েছেন”। সহীহ মুসলিম: ২৪৫০

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও জিবরীল পরস্পর রাতের বেলায় কুরআন পড়ে শুনাতেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধন-সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে সকলের চেয়ে দানশীল ছিলেন। রমযানে জিবরীল আলাইহিস সালাম যখন তাঁর সাথে দেখা করতেন, তখন তিনি আরো অধিক দান করতেন। রমযানের প্রতি রাতেই জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁর সাথে একবার সাক্ষাৎ করতেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কুরআন শোনাতে। জিবরীল আলাইহিস সালাম যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি রহমত প্রেরিত বায়ুর চেয়ে অধিক ধন-সম্পদ দান করতেন” সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯০২।

“কিয়ামতের দিন কুরআন ওয়ালা যখন সে কবর থেকে উত্থিত হবে তখন কুরআন তার সাথে ফ্যাকাশে রঙ্গ অবস্থায় মিলিত হয়ে বলবে, তুমি কি আমাকে চেন? সে বলবে, আমি তো আপনাকে চিনি না। তখন কুরআন বলবে, আমি তোমার সাথী কুরআন যে তোমাকে দিনের বেলায় (দ্বিপ্রহরে) তৃষ্ণার্ত রেখেছে এবং রাতের বেলায় জাগিয়ে রেখেছে। আজ প্রত্যেক ব্যক্তি তার পশ্চাতে পাঠানো ফলাফল পাবে। আজ তোমার ব্যবসার ফলাফল গ্রহণ করো। তখন তার ডানে রাজত্ব ও বামে জান্নাতুল খুলদ দেওয়া হবে। তার মাথায় সম্মানের মুকুট পরিয়ে দেওয়া হবে এবং তার পিতামাতাকে দু’টি চাদর পরিধান করানো হবে যার মূল্য দুনিয়াবাসীরা দিতে পারবে না। তারা বলবেন, আমাদেরকে কিসের বিনিময়ে এ চাদর পরিধান করা হলো? তাদেরকে বলা হবে, আপনাদের সন্তানকে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য। অতঃপর তাকে (কুরআনধারী) বলা হবে, তুমি কুরআন পড়তে থাকো আর জান্নাতের এক একটি স্তর ও রুমে উঠতে থাকো। সে যতক্ষণ কুরআন পড়তে থাকবে ততক্ষণ উপরে উঠতে থাকবে, চাই সে দ্রুত তিলাওয়াত করুক বা তারতীলের সাথে ধীরে ধীরে তিলাওয়াত করুক।” মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং ২২৯৫০। শু‘আইব আরনাউত হাদীসটির সনদকে মুতাবা‘আত ও শাওয়াহেদের ভিত্তিকে হাসান বলেছেন।

**Sisters'Forum In Islam**

## সাওমের পুরস্কার

রাসূল সা. বলেছেন:

- যে রামাদান মাসে ঈমানের সাথে প্রতিদানের আশায় সাওম পালন করে, তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। সহীহ আল বুখারী: ৩৮
- প্রত্যেক আদম সন্তানকে তার নেক আমল দশগুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দেয়া হবে। আল্লাহ তা'লা বলেন, তা অবশ্য সিয়ামের প্রতিদান ছাড়া, কারণ সিয়াম আমার জন্য, আর আমিই তার প্রতিদান দেব। কেননা আমার কারণেই সিয়াম পালনকারী তার যৌনকার্য ও আহর বর্জন করে থাকে। সহীহ মুসলিম: ১১৫১
- আর সেই মহান সত্ত্বার শপথ, যাঁর মুঠিতে মুহাম্মাদের প্রাণ! আল্লাহর কাছে রোযাদারের মুখের গন্ধ কস্তুরীর খোশবু থেকেও উত্তম। রোযাদারের খুশীর বিষয় দু'টি। যখন সে ইফতার করে তখন একবার খুশীর কারণ হয়। আরেকবার যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাত করে রোযার বিনিময় পেয়ে খুশী হবে। সহীহ আল বুখারী: ১৭৬৯
- আল্লাহর রয়েছে প্রতি ফিতরে (ইফতারের সময় জাহান্নাম থেকে) মুক্তিপ্রাপ্ত বান্দারা। মুসনাদে আহমাদ: ৫/২৫৬
- যে রামাদান মাসে সিয়াম পালন করল, এরপর শাওয়ালের ছয়দিন সাওম পালন করল, তবে তা সারা জীবন সাওম রাখার সমতুল্য। সহীহ মুসলিম: ১১৬৪
- এ মাসে উমরা করা হজ্জ করার সমতুল্য। সহীহ মুসলিম: ১২৫৬
- যে কোন সাওম পালনকারীকে ইফতার করায়, তার (যে ইফতার করালো) তার (সাওম পালনকারীর) সমান সওয়াব হবে, অথচ সেই সাওম পালনকারীর সওয়াব কোন অংশে কমে যাবে না। আত তিরমিযী: ৬৪৭
- বেহেশতে 'রাইয়ান' নামক একটি দরজা আছে, কিয়ামতের দিন এটি দিয়ে রোযাদাররা (জান্নাতে) প্রবেশ করবে। রোযাদার ছাড়া আর কেউ এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। (কিয়ামতের দিন রোযাদারকে ডেকে) বলা হবে, রোযাদাররা কোথায়? তখন তারা উঠে দাঁড়াবে। তারা ছাড়া আর একজন লোকও সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। তাদের প্রবেশের পরই তা বন্ধ করে দেয়া হবে যাতে ঐ দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করতে না পারে। সহীহ আল বুখারী: ১৭৬১
- সিয়াম ও কোরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। সিয়াম বলবে, হে আল্লাহ! আমি তাকে পানাহার ও যৌনাচার থেকে বিরত রেখেছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। কোরআন বলবে, আমি রাতের ঘুম থেকে তাকে বিরত রেখেছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে। মুসনাদে আহমাদ: ৬৬২৬

তাহলে দুনিয়া ও আখেরাত কল্যাণের জন্যই আমাদের এই রামাদান মাসকে কাজে লাগানোর জন্য এখন পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

রমাদান মাসে করণীয়ঃ

১। চাঁদ দেখাঃ

হজরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখো এবং চাঁদ দেখে ঈদ করো। কিন্তু যদি আকাশে মেঘ থাকে তাহলে ৩০ দিন পূর্ণ করো।' -সহীহ বোখারি: ১৯০০

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ""তোমরা যখন নতুন চাঁদ দেখ তখন রোযা রাখ এবং নতুন চাঁদ দেখলে রোযা ভেঙ্গে ফেল।" [বুখারী, হাদিস নং ১৯০৭ ও ১৯০৯]

২। সিয়াম আদায় করাঃ ইসলামের পাঁচটি রুকনের একটি রুকন হল সিয়াম। আর রমাদান মাসে সিয়াম পালন করা ফরজ। সেজন্য রমাদান মাসের প্রধান আমল হলো সুন্নাহ মোতাবেক সিয়াম পালন করা। মহান আল্লাহ বলেন: "সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে, মাসটিতে উপস্থিত হবে, সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে" [সূরা আল-বাকারাহ : ১৮৫]

সিয়াম পালনের ফযিলাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ইখলাস নিয়ে অর্থাৎ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য রমাদানে সিয়াম পালন করবে, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে" [সহীহ বুখারী : ২০১৪] "যে কেউ আল্লাহর রাস্তায় (অর্থাৎ শুধুমাত্র আল্লাহকে খুশী করার জন্য) একদিন সিয়াম পালন করবে, তাছাড়া আল্লাহ তাকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে সত্তর বছরের রাস্তা পরিমাণ দূরবর্তীস্থানে রাখবেন"। [সহীহ মুসলিম : ২৭৬৭]

যে ব্যক্তি কোন ওজর বা রোগ ব্যতিরেকে রামাদান মাসের একটি রোযা ভংগ করে, তার সারা জীবনের রোযা দ্বারাও এর ক্ষতিপূরণ হবে না। আত তিরমিযী: ৬৭১

৫। সাহরী শেষ সময়েঃ সেহরী ও নামায এ দুয়ের মধ্যে ব্যবধান পঞ্চাশ আয়াত পাঠ করার পরিমাণ সময়। সহীহ মুসলিম: ২৪১৮

৩। তারাভীহ আদায় করাঃ'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াব হাসিলের আশায় রমাদানে কিয়ামু রমাদান (সালাতুত তারাভীহ) আদায় করবে, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে' [সহীহ আল-বুখারী : ২০০৯]

তারাভীহ এর সালাত তার হক আদায় করে অর্থাৎ ধীরস্থিরভাবে আদায় করতে হবে। তারাভীহ জামায়াতের সাথে আদায় করা সুন্নাহ এর অন্তর্ভুক্ত। হাদীসে আছে: "যে ব্যক্তি ইমামের সাথে প্রজ্ঞান করা অবধি সালাত আদায় করবে (সালাতুত তারাভীহ) তাকে পুরো রাত কিয়ামুল লাইলের সাওয়াব দান করা হবে" [সুনান আবু দাউদ : ১৩৭৭, সহীহ]

৪। সাহরী খাওয়া: সাহরী খাওয়ার মধ্যে বরকত রয়েছে এবং সিয়াম পালনে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হাদীসে এসেছে: "সাহরী হল বরকতময় খাবার। তাই কখনো সাহরী খাওয়া বাদ দিয়ো না। এক ঢোক পানি পান করে হলেও সাহরী খেয়ে নাও। কেননা সাহরীর খাবার গ্রহণকারীকে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর ফেরেশতারা স্মরণ করে থাকেন" [মুসনাদ আহমাদ : ১১১০১, সহীহ]

আমাদের রোযা এবং আহলি কিতাব অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের রোযার মধ্যে পার্থক্য হলো সেহরী খাওয়া। সহীহ মুসলিম: ২৪১৬

প্রতিরাতের শেষ তৃতীয়াংশ আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা আরশ থেকে প্রথম আসমানে নেমে আসেন। আর বান্দাদেরকে এই বলে আহ্বান করেন : مَنْ يَدْعُونِي فَاسْتَجِبْ لَهُ : وَمَنْ يَسْأَلْنِي فَأَعْطِيهِ وَمَنْ يَسْتَعْفِرُنِي فَأَغْفِرْ لَهُ

'এখন যে ব্যক্তি আমার কাছে দু'আ করবে আমি তা কবুল করব, যা কিছু আমার কাছে এখন চাইবে আমি তাকে তা দিব এবং যে আমার কাছে এখন মাফ চাইবে আমি তাকে মাফ করে দিব। (বুখারী : ৬৩২১; মুসলিম : ৭৫৮)



৬। ইফতার করাঃ “যে ব্যক্তি সিয়াম পালন করবে, সে যেন খেজুর দিয়ে ইফতার করে, খেজুর না পেলে পানি দিয়ে ইফতার করবে। কেননা পানি হলো অধিক পবিত্র ” [সুনান আবু দাউদ : ২৩৫৭, সহীহ]

৭। ইফতার দ্রুততার সাথে করাঃ যতদিন লোকেরা তাড়াতাড়ি (সূর্যাস্তের সাথে সাথে) ইফতার করবে ততদিন পর্যন্ত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে না। বুখারী: ১৮১৮ তিনটি বিষয় নাবী চরিত্রের অংশ : সময় হওয়ামাত্র ইফতার করে ফেলা, সাহরী শেষ ওয়াক্তে খাওয়া এবং সালাতে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ : ১০৫)



### Sisters'Forum In Islam

৮। ইফতারের দু'আ করাঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,  
 إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جُنْدٌ كُلُّ فِطْرٍ غَنَاءٌ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ لِكُلِّ عَبْدٍ مِّنْهُمْ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ  
 ইফতারের সময় আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন বহু লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। আর এ মুক্তি দানের পালা রমায়ানের প্রতি রাতেই চলতে থাকে। সে সময় সিয়াম পালনকারী প্রত্যেক বান্দার দু'আ কবুল হয়।” (আহমাদ : ৭৪৫০)

৯। ইফতার ও সাহরীতে খেজুর খাওয়াঃ মু'মিনের সাহরীতে উত্তম খাবার হল খেজুর। (আবু দাউদ : ২৩৪৫)  
 كَانَ رَمْلُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُفْطِرُ عَلَى زُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ...  
 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মাগরিবের) সালাতের পূর্বে তাজা খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন। যদি তাজা খেজুর পাওয়া না যেত তবে শুকনো খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন। আর যদি শুকনো খেজুর পাওয়া না যেত তাহলে কয়েক চোক পানি দ্বারা ইফতার করতেন। (আহমাদ : ৩/১৬৪)

### ১০। সারাদিনই দু'আ করতে থাকাঃ

“রমযানের প্রতি দিবসে ও রাতে আল্লাহ তা'আলা অনেককে মুক্ত করে দেন। প্রতি রাতে ও দিবসে প্রতি মুসলিমের দো'আ কবুল করা হয়” [সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব :

১০০২]

তোমার আল্লাহকে ডাকো,কাঁদো কাঁদো কষ্টে, চুপে চুপে। নিশ্চিতই তিনি সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না, যখন তার সংশোধন ও সুস্থতা বিধান করা হয়েছে। এবং আল্লাহকে ডাকো ভয় সহকারে এবং আশাদিত হয়ে। নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত নেক চরিত্রের লোকদের অতি নিকটে। সূরা আল আ'রাফ: ৫৫-৫৬

### ১১। সব ধরনের পাপাচার থেকে বিরত হওয়াঃ

তোমাদের কেউ রোযা রাখলে সে যেন গুনাহ, অজ্ঞতা ও জাহেলিয়াতের কাজ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় কিংবা তার সাথে লড়তে আসে সে যেন বলে দেয়, আমি রোযা রেখেছি, আমি রোযাদার। সহীহ আল বুখারী

•রাসূল সা. বলেছেন, সিয়াম ঢাল স্বরূপ যার দ্বারা সিয়াম পালনকারী নিজেকে জাহান্নাম হতে বাঁচাতে পারে। মুসনাদে আহমাদ: ১৫২৬৫

### ১২। বিশেষ ভাবে মিথ্যাচার থেকে বিরত থাকাঃ

রাসূল সা. বলেছেন:(রোযা থেকেও) কেউ যদি মিথ্যা কথা বলা ও তদনুযায়ী কাজ করা পরিত্যাগ না করে তবে তার শুধু খাদ্য ও পানীয় পরিত্যাগ করায় (রোযা রাখায়) আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।সহীহ আল বুখারী: ১৭৬৮

কোন বান্দা যখন মিথ্যা কথা বলে তখন তার মিথ্যা কথনের দুর্গন্ধের কারণে ফেরেশতা একমাইল (বা দৃষ্টিসীমার বাইরে) দূরে সরে যায়। আল জামে আত তিরমিযী: ১৯২২

### ১৩। ঝগড়া থেকে দূরে থাকাঃ

তোমাদের কেউ রোযা রাখলে সে যেন গুনাহ, অজ্ঞতা ও জাহেলিয়াতের কাজ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় কিংবা তার সাথে লড়তে আসে সে যেন বলে দেয়, আমি রোযা রেখেছি, আমি রোযাদার। সহীহ আল বুখারী

### ১৪। ভালো কাজে অগ্রসর হওয়াঃ

এ মাসটিতে একটি ভাল কাজ অন্য মাসের চেয়ে অনেক বেশি উত্তম। সেজন্য যথাসম্ভব বেশি বেশি ভাল কাজ করতে হবে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “এ মাসের প্রত্যেক রাতে একজন ঘোষণাকারী এ বলে আহ্বান করতে থাকে যে, হে কল্যাণের অনুসন্ধানকারী তুমি আরো অগ্রসর হও! হে অসৎ কাজের পথিক, তোমরা অন্যায় পথে চলা বন্ধ কর। (তুমি কি জান?) এ মাসের প্রতি রাতে আল্লাহ তায়ালা কত লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন” [সুনান আত-তিরমিযী : ৬৮৪]

• প্রত্যেক জিনিষের যাকাত বা পরিশুদ্ধি আছে। শরীরের পরিশুদ্ধি হচ্ছে রোযা। রোযা সবরের অর্ধেক।ইবনে মাজা

### ১৫। চোখের পানি ফেলে দু'আ করা ক্ষমা লাভেরঃ

দো'আ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। এজন্য এ মাসে বেশি বেশি দো'আ করা ও আল্লাহর নিকট বেশি বেশি কাম্বাকাটি করা। 'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিস্বরে উঠে আমীন, আমীন, আমীন বললেন। তাঁকে বলা হল, হে রাসূল! আপনি তো একরূপ করতেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জিবরাঈল আমাকে বললেন, ঐ ব্যক্তি ধ্বংস হোক যে পিতা-মাতা উভয়কে অথবা একজনকে পেয়েও (তাদের খেদমত করে) জাহান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না। তখন আমি বললাম, আমীন। অতঃপর তিনি বললেন, ওই ব্যক্তি ধ্বংস হোক যে রমযান পেয়েও নিজের গুনাহ মাফ করাতে পারল না। আমি বললাম, আমীন। জিবরাঈল আবার বললেন, ওই ব্যক্তি ধ্বংস হোক যার নিকট আমার নাম আলোচিত হল অথচ সে আমার উপর দুরূদ পড়ল না। আমি বললাম, আমীন। -আল আদাবুল মুফরাদ : ২২৫, হাদীস ৬৪৬; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৯০৮

### ১৬। রোজাদারকে ইফতার করানোঃ

প্রতিদিন কমপক্ষে একজনকে ইফতার করানোর চেষ্টা করা দরকার। কেননা হাদীসে এসেছে: “যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাবে, সে তার সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে, তাদের উভয়ের সাওয়াব হতে বিন্দুমাত্র হ্রাস করা হবে না” [সুনান ইবন মাজাহ : ১৭৪৬, সহীহ]

### ১৭। নিয়ত করাঃ

ফজর উদয় হওয়ার আগেই অর্থাৎ রাতের মধ্যেই নিয়ত করে ফেলতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

১. যে ব্যক্তি ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগেই সিয়াম পালনের নিয়ত করল না তার সিয়াম শুদ্ধ হল না। (আবু দাউদ : ২৪৫৪)

مَنْ لَمْ يَبْيُتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

২. যে ব্যক্তি রাতের মধ্যেই সিয়ামের নিয়ত করল না তার সিয়াম শুদ্ধ হল না। (এ নির্দেশ শুধুমাত্র ফরয রোযার ক্ষেত্রে) (নাসাঈ : ৪/১৯৬)

যে ব্যক্তি সিয়াম পালনের জন্য সাহরী খেল- এ সাহরী প্রমাণ করে যে এটা তার শুধুমাত্র সিয়াম পালনের জন্যই খাওয়া হয়েছে। কাজেই এ সাহরী নিয়তের জ্বালাভিষিক্ত বলে ধরে নেয়া যায়।

### ১৮। কুর'আনের সাথে সম্পর্ক করা, পুরু কুর'আন পড়াঃ

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “রমাদান ব্যতীত অন্য কোনো রাত্রিতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত করতে, কিংবা ভোর অবধি সালাতে কাটিয়ে দিতে অথবা পূর্ণ মাস রোযা পালন করে কাটিয়ে দিতে দেখি নি” [সহীহ মুসলিম : ১৭৭৩]

আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল 'আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “কুরআনের ধারক-বাহককে বলা হবে কুরআন পড়ে যাও, আর উপরে উঠতে থাক, ধীর-স্থিরভাবে তারতীলের সাথে পাঠ কর, যেমন দুনিয়াতে তারতীলের সাথে পাঠ করতে। কেননা জাহ্নামে তোমার অবস্থান সেখানেই হবে, যেখানে তোমার আয়াত পড়া শেষ হবে” [সুনান আত-তিরমিযী : ২৯১৪]

### ১৯। কুর'আন শুনানো ও শুনতেনঃ

রমাদান মাসে একজন অপরজনকে কুরআন শুনানো একটি উত্তম আমল। এটিকে দাওর বলা হয়। ইবনে আববাস রা থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে: জিবরাইল আ রমাদানের প্রতি রাতে রমাদানের শেষ পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং রাসূল তাকে কুরআন শোনাতে। [সহীহ আল-বুখারী : ১৯০২]

ইবনে হাজার রাহেমাহুল্লাহ বলেন : জিবরাইল প্রতি বছর রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ করে এক রমযান হতে অন্য রমযান অবধি যা নাখিল হয়েছে, তা শোনাতে এবং শুনতেন। যে বছর রাসূলের অন্তর্ধান হয়, সে বছর তিনি দু বার শোনান ও শোনে।

### ২০। সাদাকা করাঃ এ মাসে বেশি বেশি দান-সাদাকাহ করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। ইয়াতীম, বিধবা ও গরীব মিসকীনদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া ও বেশি বেশি দান খয়রাত করা। হিসাব করে এ মাসে যাকাত দেয়া উত্তম। কেননা

রাসূলুল্লাহ সা এ মাসে বেশি বেশি দান খয়রাত করতেন। আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা থেকে বর্ণিত: “রাসূলুল্লাহ সা ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল আর রমাদানে তাঁর এ দানশীলতা আরো বেড়ে যেত” [সহীহ আল-বুখারী : ১৯০২]

### ২১। তাহাজ্জুদ সালাত আদায়ঃ

নবী সা বলেছেন: “ফরয সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হল রাতের সালাত অর্থাৎ তাহাজ্জুদের সালাত” [সহীহ মুসলিম : ২৮১২]

### ২২। উমরাহ আদায় করাঃ

“রমাদানে উমরা পালন হজ্জ আদায়ের সমান বা আমার সাথে হজ্জ আদায়ের সমান। সহীহ মুসলিম।



## ২৩। বেশী বেশী মিসওয়াক করাঃ

১- ইমাম বুখারি (নং ৮৮৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

“যদি আমি আমার উম্মতের জন্য কঠিন মনে না করতাম তাহলে তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।” ২- ইমাম নাসাঈ, আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “মিসওয়াক হচ্ছে- মুখ পবিত্রকারী ও রক্তকে সম্বলিতকারী” [নাসাঈ (৫), আলবানী সহিহ নাসাঈ গ্রন্থে (৫) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন] শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: সঠিক মতানুযায়ী দিবসের প্রথমভাগে হোক বা শেষভাগে হোক রোজাদারের জন্য মিসওয়াক করা সুন্নত। [ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, পৃষ্ঠা-৪৬৮]

## ২৪। শেষ দশ দিন ইতিকাফে বসাঃ

“আর যতক্ষণ তোমরা ইতিকাফ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান কর, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে যৌনকর্ম করো না।” [সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৭]

আয়েশা (রাঃ) এর হাদিস: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রমযান মাসের শেষ দশদিন ইতিকাফ করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীগণও ইতিকাফ করেছেন।” [সহিহ বুখারী (২০২৬) ও সহিহ মুসলিম (১১৭২)]

## ২৫। ফিতরা আদায় করাঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাতুল ফিতর ফরজ করেছেন একজন সাইমের (সাপ্তম পালনকারীর) অনর্ধক কাজ ও অশ্লীলতা হতে পবিত্রতা স্বরূপ ও মিসকীনদের খাওয়ানোর জন্য। যে তা সালাতের আগে আদায় করে তা কবুলযোগ্য যাকাত (হিসেবে গন্য হবে) আর যে তা ঈদের (ঈদুল ফিতর) সালাতের পর আদায় করে, তা সাদাকাহ সমূহের মধ্যে একটি বলে গণ্য হবে। সুনানে আবু দাউদ: ১৬০৯

• ওয়াজিব হলো সকল প্রকার খাবারের এক স্বা অর্থাৎ নবী সা,এর হিসাব অনুযায়ী এক স্বা (যাকাতুল ফিতর) আদায় করা আর তার পরিমাণ হলো স্বাভাবিক দুই পূর্ণ হাতের চার মুঠো, ওজনের হিসেবে তা ৩ কিলোগ্রামের কাছাকাছি।

শাইখ ইবনে বায রহ, এর মতে প্রায় ৩ কিলোগ্রাম। শাইখ ইবনু উসাইমীন (রহ) বলেছেন, চাল দিয়ে এর পরিমাণ হবে ২১০০ গ্রাম অর্থাৎ ২.১ কিলোগ্রাম ফাতওয়া আয যাকাত: ২৭৪-২৭৬

• ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, স্বাধীন-দাস সকল মুসলিমের পক্ষ থেকে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব।

## সময় মত সালাত আদায় করাঃ

নিশ্চয় সালাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরয।’

[সূরা নিসা : ১০৩]

## শুকরিয়া আদায় করাঃ

রমাদান মাস পাওয়া এক বিরাট সৌভাগ্যের বিষয়। এই মাসে কুর’আন নাযিল করেছেন। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: “আর যাতে তোমরা সংখ্যা পূরণ কর এবং তিনি তোমাদেরকে যে হিদায়াত দিয়েছেন, তার জন্য আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা কর এবং যাতে তোমরা শোকর কর। [সূরা আলবাকারাহ : ১৮৫]

আর যখন তোমাদের রব ঘোষণা দিলেন, ‘যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের বাড়িয়ে দেব, আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, নিশ্চয় আমার আজাব বড় কঠিন’।” [সূরা ইবরাহীম : ৭]

Sisters'Forum In Islam

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



রমাদান মাসের  
গুরুত্বপূর্ণ  
আমলগুলো

Sisters'Forum In Islam

|                            |  |   |  |   |
|----------------------------|--|---|--|---|
| ১। চাঁদ দেখা               | ৯। ইফতার ও সাহরীতে খেজুর খাওয়া          | ১৭। কুর'আনের সাথে সম্পর্ক করা, পুরু কুর'আন পড়া | ২৫। লাইলাতুল কদর তালাশ করা                   | সময় মত সালাত আদায় করা                         |
| ২। সিয়াম আদায় করা        | ১০। সারাদিনই দু'আ করতে থাকা              | ১৮। কুর'আন শুনানো ও শুনতেন                      | ২৬। কদরের রাতে বিশেষ দু'আটি পড়া             | সহীহভাবে কুরআন শেখা: মুখস্থ করা(কিছু কমপক্ষে)   |
| ৩। তারাঘীহ আদায় করা       | ১১। সব ধরনের পাপাচার থেকে বিরত হওয়া     | ১৯। সাদাকা করা                                  | ২৭। ফিতরা আদায় করা                          | অপরকে কুরআন পড়া শেখানো                         |
| ৪। সাহরী খাওয়া            | ১২। বিশেষ ভাবে মিথ্যাচার থেকে বিরত থাকা  | ২০। তাহাজ্জুদ সালাত আদায়                       | ২৮। ফজর উদয় হওয়ার পূর্বেই রোযার নিয়ত করা। | ফজরের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত মাসজিদে অবস্থান করা: |
| ৫। সাহরী শেষ সময়ে         | ১৩। ঝগড়া থেকে দূরে থাকা                 | ২১। উমরাহ আদায় করা                             | তাওবাহ ও ইস্তেগফার করা                       | দাওয়াতে ঘ্বীনের কাজ করা                        |
| ৬। ইফতার করা               | ১৪। ভালো কাজে অগ্রসর হওয়া               | ২২। বেশী বেশী মিসওয়াক করা                      | উত্তম চরিত্র গঠনের অনুশীলন করা:              | আত্মীয়তার সম্পর্ক উন্নীত করা:                  |
| ৭। ইফতার দ্রুততার সাথে করা | ১৫। চোখের পানি ফেলে দু'আ করা ক্ষমা লাভের | ২৩। শেষ দশ দিন ইতিকাহে বসা                      | কুরআন বুঝা ও আমল করা                         | আল্লাহর যিকর করা                                |
| ৮। ইফতারের দু'আ করা        | ১৬। রোজাদারকে ইফতার করানো                | ২৪। বেশী বেশী ইবাদাত করা                        | শুকরিয়া আদায় করা                           |   |

## যা করণীয় নয়:

রমাদান মাসের ফজিলত হাসিল করার জন্য এমন কিছু কাজ রয়েছে যা থেকে বিরত থাকা দরকার, সেগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

1. বিলম্বে ইফতার করা
2. সাহরী না খাওয়া
3. শেষের দশ দিন কেনা কাটায় ব্যস্ত থাকা
4. মিথ্যা বলা ও অন্যান্য পাপ কাজ করা
5. অপচয় ও অপব্যয় করা
6. তিলাওয়াতের হুক আদায় না করে কুরআন খতম করা
7. জামা'আতের সাথে ফরয সালাত আদায়ে অলসতা করা
8. বেশি বেশি খাওয়া
9. রিয়া বা লোক দেখানো ইবাদাত করা
10. বেশি বেশি ঘুমানো
11. সংকট তৈরি করা জিনিস পত্রের দাম বৃদ্ধির জন্য
12. অশ্লীল ছবি, নাটক দেখা
13. বেহুদা কাজে রাত জাগরণ করা
14. বিদ'আত করা
15. দুনিয়াবী ব্যস্ততায় মগ্ন থাকা

Sisters'Forum In Islam

“হে লোকেরা! তোমাদের সর্বশক্তিমান প্রভু আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচার কাজ করো এবং সেইদিনটিকে ভয় করো, যেদিন কোন পিতা তার সন্তানের কোনোই উপকারে আসবে না, আর সন্তান ও পিতার কোনো উপকারে আসবে না। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। সুতরাং দুনিয়ার জীবন যেনো তোমাদের প্রভারিত না করে। আর বড় প্রভারক শয়তান যেনো তোমাদের প্রভারিত না করে।” সূরা লোকমান-৩৩

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :  
إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ غَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّمْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ  
“আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মাতের ভুল-ভ্রান্তি ও বাধ্য হয়ে ঘটে যাওয়া পাপরাশি মাফ করে দিবেন। (ইবন মাজা : ২০৪৫)



১। ইমাম আহমাদ (৫৮৩২) ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর রুখসতগুলো গ্রহণ করাকে পছন্দ করেন যেভাবে তিনি তাঁর অবাধ্যতায় লিগু হওয়াকে অপছন্দ করেন।"(আলাবানী "ইরওয়াউল গালিল" গ্রন্থে (৫৬৪) হাদিসটিকে সহিহ বলেন“

২। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুটো বিষয়ের মাঝে নির্বাচন করার এখতিয়ার দেয়া হলে তিনি সহজতম বিষয়টি গ্রহণ করতেন; যতক্ষণ না সেটা পাপ হত। পাপ হলে তিনি হতেন এর থেকে সবচেয়ে দূরত্ব রক্ষাকারী ব্যক্তি।" সহিহ বুখারীঃ ৬৭৮৬ ও সহিহ মুসলিমঃ ২৩২৭

ইমাম নববী বলেন: "এ হাদিসে সহজতম বিষয় ও কোমলতম বিষয় গ্রহণ করা মুস্তাহাব হওয়ার পক্ষে দলিল রয়েছে; যতক্ষণ না সেটা হারাম হয় কিংবা মাকরুহ হয়।"[সমাণ্ড]

আল্লাহ তাআলা বলছেন: "তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না।" সূরা নিসা: ২৯

রোগীর অবস্থা দুটো:

১। মোটেই রোযা রাখার সক্ষমতা না থাকা; তার জন্য রোযা না-রাখা ওয়াজিব।

২। কিছু শারীরিক ক্ষতি ও কষ্টের সাথে রোযা রাখতে সক্ষম হওয়া। এ ব্যক্তির জন্য রোযা না-রাখা মুস্তাহাব। এমতাবস্থায় কেবল অজ্ঞ লোকই রোযা রাখে।"

**Sisters'Forum In Islam**

রোযা-বিনষ্টকারী বিষয়গুলো দুইভাগে বিভক্ত:

কিছু রোযা-বিনষ্টকারী বিষয় রয়েছে যেগুলো শরীর থেকে কোন কিছু নির্গত হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত। আর কিছু রোযা-বিনষ্টকারী বিষয় আছে যেগুলো শরীরে প্রবেশ করানোর সাথে সম্পৃক্ত।

রোযা নষ্টকারী বিষয় ৭টি;

সেগুলো হচ্ছে-

- ১। সহবাস
- ২। হস্তমৈথুন
- ৩। পানাহার
- ৪। যা কিছু পানাহারের স্থলাভিষিক্ত
- ৫। শিঙ্গা লাগানো কিংবা এ জাতীয় অন্য কোন কারণে রক্ত বের করা
- ৬। ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা
- ৭। মহিলাদের হায়েয ও নিফাসের রক্ত বের হওয়া

**১মঃ সহবাসঃ**

স্ত্রী সহবাস ছাড়া অন্য কোন কারণে কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব হয় না।

তওবা করা, সেদিনের রোযা পূর্ণ করা, পরবর্তীতে এ দিনের রোযা কাযা করা ও কঠিন কাফফারা আদায় করা ফরয। কাফফারা আদায় করতে হবে—ক) ক্রীতদাস আযাদ, খ)লাগাতার দুই মাস রোযা রাখা, গ) ষাটজন মিসকীনকে খাওয়ানো

**২য়ঃ হস্তমৈথুনঃ**

তওবা করা, সে দিনের বাকী সময় উপবাস থাকা এবং পরবর্তীতে সে রোযাটির কাযা পালন করা(বীর্যপাত হলে)

কিডনী ডায়ালাইসিস এর ক্ষেত্রে রোগীর শরীর থেকে রক্ত বের করে সে রক্ত পরিশোধন করে কিছু কেমিক্যাল ও খাদ্য উপাদান (যেমন— সুগার ও লবণ ইত্যাদি) যোগ করে সে রক্ত পুনরায় শরীরে পুশ করা হয়; এতে করে রোযা ভেঙ্গে যাবে।[ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (১০/১৯)]



**তৃতীয়ঃ পানাহার।**

পানাহার বলতে বুঝাবে— মুখ দিয়ে কোন কিছু পাকস্থলীতে পৌঁছানো। অনুরূপভাবে নাক দিয়ে কোন কিছু যদি পাকস্থলীতে পৌঁছানো হয় সেটাও পানাহারের পর্যায়ভুক্ত। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “তুমি ভাল করে নাকে পানি দাও; যদি না তুমি রোযাদার হও।”[সুনানে তিরমিযি (৭৮৮), আলবানি সহিহ তিরমিযিতে হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন]

**চতুর্থঃ যা কিছু পানাহারের স্থলাভিষিক্ত।**

এটি দুইটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে।

১. যদি রোযাদারের শরীরে রক্ত পুশ করা হয়।যেমন- আহত হয়ে রক্তক্ষরণের কারণে কারো শরীরে যদি রক্ত পুশ করা হয়; তাহলে সে ব্যক্তির রোযা ভেঙ্গে যাবে। যেহেতু পানাহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে— রক্ত তৈরী।

২. খাদ্যের বিকল্প হিসেবে ইনজেকশন পুশ করা। কারণ এমন ইনজেকশন নিলে পানাহারের প্রয়োজন হয় না।

তবে

যেসব ইনজেকশন পানাহারের স্থলাভিষিক্ত নয়; বরং চিকিৎসার জন্য দেয়া হয়, উদাহরণতঃ ইনসুলিন, পেনেসিলিন কিংবা শরীর চাপা করার জন্য দেয়া হয় কিংবা টীকা হিসেবে দেয়া হয় এগুলো রোযা ভঙ্গ করবে না;

**Sisters'Forum In Islam**



পঞ্চম: শিক্ষা লাগানোর মাধ্যমে রক্ত বের করা।

দলিল হচ্ছে— নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “যে ব্যক্তি শিক্ষা লাগায় ও যার শিক্ষা লাগানো হয় উভয়ের রোযা ভেঙ্গে যাবে।”[সুনানে আবু দাউদ (২৩৬৭), আলবানী সহিহ আবু দাউদ গ্রন্থে (২০৪৭) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন

রক্ত দেয়াও শিক্ষা লাগানোর পর্যায়ভুক্ত। কারণ রক্ত দেয়ার ফলে শরীরের উপর শিক্ষা লাগানোর মত প্রভাব পড়ে। তাই রোযাদারের জন্য রক্ত দেয়া জায়েয নেই। তবে যদি অনন্যোপায় কোন রোগীকে রক্ত দেয়া লাগে তাহলে রক্ত দেয়া জায়েয হবে। রক্ত দানকারীর রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং সে দিনের রোযা কাযা করবে।[শাইখ উছাইমীনের ‘মাজালিসু শারহি রামাদান’ পৃষ্ঠা-৭১]

কোন কারণে যে ব্যক্তির রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে— তার রোযা ভাঙ্গবে না; কারণ রক্ত ক্ষরণ তার ইচ্ছাকৃত ছিল না।[স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (১০/২৬৪)]

আর দাঁত তোলা, ক্ষতস্থান ড্রেসিং করা কিংবা রক্ত পরীক্ষা করা ইত্যাদি কারণে রোযা ভাঙ্গবে না; কারণ এগুলো শিক্ষা লাগানোর পর্যায়ভুক্ত নয়।



ষষ্ঠ: ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা।

“যে ব্যক্তির অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি এসে যায় তাকে উক্ত রোযা কাযা করতে হবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বমি করল তাকে সে রোযা কাযা করতে হবে”[সুনানে তিরমিযি: ৭২০, আলবানী সহিহ তিরমিযি গ্রন্থে (৫৭৭) হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন

ইবনে মুনিযির বলেন: যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত বমি করেছে আলেমদের ঐক্যবদ্ধ অভিমত (ইজমা) হচ্ছে তার রোযা ভেঙ্গে গেছে।[আল-মুগনী (৪/৩৬৮)]

সপ্তম: হায়েয ও নিফাসের রক্ত নির্গত হওয়া।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যখন মহিলাদের হায়েয হয় তখন কি তারা নামায ও রোযা ত্যাগ করে না!?” সহিহ বুখারী: ৩০৪

তাই কোন নারীর হায়েয কিংবা নিফাসের রক্ত নির্গত হওয়া শুরু হলে তার রোযা ভেঙ্গে যাবে; এমনকি সেটা সূর্যাস্তের সামান্য কিছু সময় পূর্বে হলেও। আর কোন নারী যদি অনুভব করে যে, তার হায়েয শুরু হতে যাচ্ছে; কিন্তু সূর্যাস্তের আগে পর্যন্ত রক্ত বের হয়নি তাহলে তার রোযা শুদ্ধ হবে এবং সেদিনের রোযা তাকে কাযা করতে হবে না।

আর হায়েয ও নিফাসগত নারীর রক্ত যদি রাত থাকতে বন্ধ হয়ে যায় এবং সাথে সাথে তিনি রোযার নিয়ত করে নেন; তবে গোসল করার আগেই ফজর হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আলেমদের মাযহাব হচ্ছে— তার রোযা শুদ্ধ হবে।



## যেসব দেশে রাত বা দিন ২৪ ঘণ্টারও বেশি সময়ে প্রলম্বিত, সেসব দেশে কীভাবে সাওম পালন করতে হবে?

পর্যালোচনা: এসব দেশে যে সময় হিসাব করে সালাতের সময় নির্ধারণ করতে হবে, সে বিষয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। নাউওয়াস ইবন সাম‘আন রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! পৃথিবীতে সে কতদিন অবস্থান করবে? তিনি বললেন, ৪০ দিন। প্রথম দিন এক বছরের সমান, দ্বিতীয় দিন এক মাসের সমান এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান। আর বাকী দিনগুলো তোমাদের দিনগুলোর মতোই। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যে দিনটি এক বছরের সমান হবে, সে দিনে আমাদের একদিনের সালাত কি যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন, না। তোমরা ঐদিনের হিসাব করবে।” সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৯৩৭

সময় হিসাব করে সালাত ও সাওমের সময় নির্ধারণের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম একমত হলেও কীভাবে সময় নির্ধারণ করতে হবে, সে ব্যাপারে তাদের মধ্যে তিনটি মত পাওয়া যায়:

**প্রথম মত:** বেশিরভাগ ওলামায়ে কেরামের মতে, ঐসব দেশের সবচেয়ে কাছাকাছি যেসব দেশে রাত-দিনের স্বাভাবিক আবর্তন ঘটে এবং শরী‘আত নির্ধারিত আলামত অনুযায়ী সালাত ও সাওমের সময় জানা যায়, সেসব দেশের হিসাব অনুযায়ী সময় নির্ধারণ করতে হবে। ‘রাবেত্বাতুল আলাম আল-ইসলামী’-এর প্রতিষ্ঠান ‘ইসলামী ফিকহ একাডেমী’ এই মতের পক্ষাবলম্বন করেছে। সউদী আরবের উচ্চ উলামা পরিষদও এজাতীয় মত প্রকাশ করেছে।

**দ্বিতীয় মত:** স্বাভাবিক হিসাব অনুযায়ী সময় নির্ধারণ করতে হবে। অর্থাৎ রাতকে ১২ ঘণ্টা এবং দিনকে ১২ ঘণ্টা হিসাব করতে হবে। হাম্বলী মাযহাবের কোনো কোনো আলিম এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তারা বলেন, যেহেতু ঐসব দেশে স্বাভাবিক সময় অনুযায়ী রাত-দিন হয় না, সেহেতু সেগুলোতে মধ্যমপন্থী কোনো এলাকার সময় অনুযায়ী সময় নির্ধারণ করতে হবে। ঠিক ইস্তেহাযাগ্রস্ত নারীর মতো, যার হায়েযের সময়ের নির্ধারিত কোনো সময়সীমা নেই এবং সে রক্ত দেখে হায়েয ও ইস্তেহাযার মধ্যে পার্থক্য করতে অক্ষম। (তাকে যেমন মধ্যম সময় অর্থাৎ সর্বোচ্চ সময় হায়েয হিসেবে ধরে বাকী সময় সালাত আদায় করতে হয় তেমনি এ ব্যক্তিরও তাই করবে)।।

**তৃতীয় মত:** কতিপয় ফকীহের মতে, মক্কার সময় অনুযায়ী সময় নির্ধারণ করতে হবে। কেননা মক্কা হচ্ছে ‘উম্মুল কুরা’ বা জনপদসমূহের মা এবং মুসলিমদের কিবলা, সেখান থেকে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়েছে।

মাসআলাটির দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ যেসব দেশে রাত-দিন ২৪ ঘণ্টায় হয়, কিন্তু রাত-দিনের কোনো একটি খুব বেশি সময় পর্যন্ত লম্বা হয়, সেসব দেশের সাওমের ধরণ নিয়ে ওলামায়ে কেরামের দুই রকম মত পাওয়া যায়:

**প্রথম মত:** দিন অত্যধিক লম্বা হোক বা অত্যধিক খাঁটো হোক ফজর উদয় হওয়া থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সাওম পালন করা এসব দেশের বাসিন্দাদের ওপর ওয়াজিব। তবে দিন যদি অত্যধিক লম্বা হয় এবং কেউ অসুস্থতার কারণে সাওম পালনে অক্ষম হয়, বা তার অসুখ বেড়ে যায়, বা আরোগ্য লাভের গতি মস্তুর হয়ে যায়, অথবা বার্ধক্যজনিত কারণে বা অন্য কোনো কারণে সাওম পালনে অক্ষম হয়, তাহলে সে সাওম ছেড়ে দিবে এবং পরবর্তীতে কাযা আদায় করবে।

‘রাবেত্বাতুল আলাম আল-ইসলামী’-এর প্রতিষ্ঠান ‘ইসলামী ফিকহ একাডেমী’ এবং সউদী আরবের উচ্চ উলামা পরিষদ এই মতের পক্ষাবলম্বন করেছে। তারা বলেন, শরী‘আতের বিধান সব দেশের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ১৮৭]

“আর পানাহার কর যতক্ষণ না কালো রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। অতঃপর রাত পর্যন্ত সাওম পূর্ণ কর”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৭] শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালাহ আল-উসাইমীন রহ. বলেন, ‘যদি সেখানে রাত ও দিন হয়ে থাকে, তাহলে লম্বা হোক বা খাঁটো হোক রাত ও দিন ধর্তব্য হবে। এমনকি যদি ধরে নেওয়া হয়, রাত ৪ ঘণ্টা এবং দিন ২০ ঘণ্টা, তবুও রাতকে রাত এবং দিনকে দিন ধরতে হবে। তবে যদি সেখানে রাত ও দিনের ব্যাপার না থাকে, তাহলে সময় হিসাব করতে হবে। যেমন, সুমেরু ও কুমেরুর অঞ্চলসমূহ।

**Sisters'Forum In Islam**

**দ্বিতীয় মত:** দিন বা রাত যেহেতু অত্যধিক লম্বা, সেহেতু হিসাব করে সময় নির্ধারণ করতে হবে। তবে সময় নির্ধারণের পদ্ধতি কী হবে তদ্বিষয়ে তারা মতভেদ করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেছেন, মক্কার সময় অনুযায়ী রাত-দিনের সময় নির্ধারণ করতে হবে। মিশরের আল-আযহারের ফাতওয়া বোর্ড এবং জর্ডানের ফাতওয়া বোর্ড এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, তাদের সবচেয়ে কাছাকাছি যেসব দেশে রাত ও দিন স্বাভাবিক গতিতে আবর্তিত হয়, সেসব দেশের সময় অনুযায়ী তারা সময় নির্ধারণ করবে।

## নতুন চাঁদ দেখে পড়ার দু'আ

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهْلُهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا  
تُحِبُّ رَبَّنَا وَتَرْضَى، رَبَّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ».

আল্লাহ-হু আকবার, আল্লাহ-হুমা আহিল্লাহু ‘আলাইনা বিলআমনি ওয়ালইমানি  
ওয়ালসুসালা-মাতি ওয়াল-ইসলা-মি, ওয়াত্তাওফীকি লিমা তুহিব্বু রব্বানা ওয়া তারদ্বা,  
রব্বানা ওয়া রব্বুকাল্লাহু)

“আল্লাহ সবচেয়ে বড়। হে আল্লাহ! এই নতুন চাঁদকে আমাদের উপর উদ্দিত করুন  
নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সাথে; আর হে আমাদের রব্ব! যা আপনি  
পছন্দ করেন এবং যাতে আপনি সম্মত হন তার প্রতি তাওফীক লাভের সাথে।  
আল্লাহ আমাদের রব্ব এবং তোমার (চাঁদের) রব্ব।” সহীহত তিরমিযী, ৩/১৫৭।

## ইফতারের সময় রোযাদারের দু'আ

ذَهَبَ الظَّمْأُ وَابْتَلَّتِ العُرْوُقُ، وَتَبَّتِ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

ক) (যাহাবায়-যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল ‘উরুকু ওয়া সাবাতাল আজরু ইনশা-আল্লাহ-হু)।

“পিপাসা মিটেছে, শিরাগুলো সিক্ত হয়েছে এবং আঞ্জুর চান তো সওয়াব সাব্যস্ত  
হয়েছে।” আবু দাউদ ২/৩০৬, নং ২৩৫৯, সহীহুল জামে‘ ৪/২০৯।

## শবে কদরের রাতে পড়ার দু'আ

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

আল্লাহুমা ইয়্যাকা আ'ফুউউন তুহিব্বুল আ'ফওয়া ফা'ফু আ'ম্মী

আয়েশা রা. বলেছেন: হে রাসূলুল্লাহ! যদি আমি জানি কোন রাতে লাইলাতুল কদর  
তবে আমি সেই রাতে কি বলবো? তিনি সা. বললেন, বল: আল্লাহুমা ইয়্যাকা

আ'ফুউউন তুহিব্বুল আ'ফওয়া ফা'ফু আ'ম্মী

হে আল্লাহ! তুমি বড়ই ক্ষমাকারী, বড়ই অনুগ্রহশীল। মাফ করে দেয়াই তুমি পছন্দ  
কর। তাই তুমি আমার গুনাহ মাফ করে দাও। আল জামে আত তিরমিযী

## তাহাজ্জুদ সালাতে দু'আ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدَانُ، سَمِعْتُ مَيْمَانَ بْنَ أَبِي سُئَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ  
عَبَّاسٍ، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ  
" اللَّهُمَّ لَكَ الخُذُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الخُذُ أَنْتَ فِيمَ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الخُذُ، أَنْتَ الخُذُ وَوَعْدُكَ خَقٌّ، وَقَوْلُكَ خَقٌّ، وَلِقَاؤُكَ خَقٌّ،  
وَالجَنَّةُ خَقٌّ، وَالنَّارُ خَقٌّ، وَالسَّاعَةُ خَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ خَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ خَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْأَلُكَ  
وَعَطِيَّتَكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ أَمُنْتُ، وَإِلَيْكَ أُنْبِتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ خَاسَمْتُ، فَاعْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ  
وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَعْلَلْتُ، وَأَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ - أَوْ - لَا إِلَهَ  
عِزُّكَ "

ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, যখন নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাহাজ্জুদের সালাতে  
দাঁড়াতে, তখন বলতেনঃ হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য, আপনি  
রক্ষক আসমান ও যমীনের এবং যা কিছু এগুলোর মধ্যে আছে, আপনিই তাদের  
নূর। আর যাবতীয় প্রশংসা শুধু আপনারই। আসমান যমীন এবং এ দু'এর মধ্যে  
যা আছে, এসব কিছুকে সুদৃঢ় ও কায়ম রাখার একমাত্র মালিক আপনিই। আর  
সমূহ প্রশংসা একমাত্র আপনারই। আপনিই সত্য, আপনার ওয়াদা সত্য,  
আখিরাতে আপনার সাক্ষাৎ লাভ করা সত্য, বেহেশ্ত সত্য, দোযখ সত্য,  
ক্রিয়ামাত সত্য, পয়গম্বরগণ সত্য এবং মুহাম্মাদ সত্য। হে আল্লাহ! আপনারই  
কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। আমি একমাত্র আপনারই উপর ভরসা রাখি। একমাত্র  
আপনারই উপর ঈমান এনেছি। আপনারই দিকে ফিরে চলছি। শত্রুদের সঙ্গে  
আপনারই সম্মুখিতার জন্য শত্রুতা করি। আপনারই নিকট বিচার চাই। অতএব  
আমার আগের পরের এবং লুক্কায়িত প্রকাশ্য গুনাহসমূহ আপনি ক্ষমা করে দিন।  
আপনি কোন ব্যক্তিকে অগ্রসরমান করেন, আর কোন ব্যক্তিকে পশ্চাদপদ করেন,  
আপনি ব্যতীত সত্যিকারের কোন মাবুদ নেই।

সহীহ বুখারি (আধুনিক প্রকাশনী- ৫৮৭২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৭৬৫)

جَزَاءُكَ اللَّهُ خَيْرًا

Sisters'Forum In Islam